ভোরের কাগজ

সহযোগারা

দক্ষিণ কোরিয়া তার এই দরিদ্র প্রতিবেশীকে চাল ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতা প্রদান বন্ধ করে দেয়। সংঘর্ষে উভয় পক্ষের ১৮ জন নাবিক নিহত হয়।

উত্তর কোরিয়া এক বিবৃতিতে এই ঘটনার জন্য দুঃখ প্রকাশ করলে আলোচনার পথ পরিষ্কার হয়ে যায়।

উত্তর কোরিয়ার অবকাশ যাপন কেন্দ্র মাউন্ট কুমগাং এ অনুষ্ঠিত এই আলোচনার ফলে পিয়ং ইয়ংয়ের সঙ্গে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ও জাপানের কূটনৈতিক সম্পর্ক গড়ে ওঠার পথও পরিষ্কার হলো।

কর্মকর্তারা জানান, বৈঠকে আগামী মাসে সিউলে মন্ত্রী পর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠান এবং উত্তর কোরিয়া দুই কোরিয়ার মধ্যে পারিবারিক সফরসহ যোগাযোগের জন্য উত্তর-দক্ষিণ রেলপথ স্থাপন প্রকল্পের ব্যাপারে আলোচনা হবে।

হাইতির রাজধানী পোর্ট-অ-প্রিন্সে উত্তরাঞ্চলীয় গোনাইভেসের একটি প্রাদেশিক জেলের দেওয়াল ভেঙে ভারী অস্ত্রের সজ্জিত কয়েকজন বন্দুকধারী গত শুক্রবার ১৫৯ জন কয়েদিকে মুক্ত করে দিয়েছে। কর্মকর্তারা জানান, ঐ বন্দুকধারীরা চুক্তি করা একটি ট্রাক্টরের সাহায্যে জেলখানার দেওয়াল ভেঙে ফেলে। এই সময় অন্তত ১ জন নিহত এবং পুরো শহরে গন্ডগোল শুরু হয়ে যায় বলে কর্মকর্তারা জানান। এপি।

জেলখানার ২২১ জন কয়েদির মধ্যে ১৫৯ জনই ট্রাক্টরের আঘাতে দেওয়ালে সৃষ্ট গর্ত দিয়ে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। ঐ সময় কয়েদিদের ওপর গুলিবর্ষণ করা হলে এক কয়েদি নিহত হয়। তবে ঐ কয়েদি কার গুলিতে নিহত হয়েছে তা পরিষ্কার নয়।

ব্যবহৃত হবে এ চুক্তি: ফোরাম এশিয়া

দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে স্বাক্ষরিত নতুন সন্ত্রাস বিরোধী চুক্তি সম্পর্কে উদ্বেগ প্রকাশ করেছে মানবাধিকার সংগঠন এশিয়ান ফোরাম ফর হিউম্যান রাইটস এন্ড ডেভেলপমেন্ট বা ফোরাম এশিয়া। গতকাল শনিবার প্রকাশিত এক বিবৃতিতে ফোরাম-এশিয়া অভিযোগ করে, এই চুক্তির ফলে আঞ্চলিক সরকারগুলো এই চুক্তিটিকে রাজনৈতিক প্রতিপক্ষকে স্তব্ধ করে দেওয়ার এবং মানবাধিকার লঙ্ঘনের অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করবে। গত বৃহস্পতিবার ব্রুনেইয়ের রাজধানী বন্দর সেরিবেগাওয়ানে আসিয়ানভুক্ত ১০টি দেশ ও যুক্তরাষ্ট্রের মধ্যে এই চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। এপি, বাসনামা।

ফোরাম-এশিয়া তাদের বিবৃতিতে বলে, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সরকারগুলো বহুদিন ধরেই রাজনৈতিক বিরুদ্ধমতাবলম্বী ও সমাজকর্মীদের সন্ত্রাসী হিসেবে আখ্যায়িত করে আসছে। অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংক্রান্ত আইন ও সন্ত্রাসবিরোধী আইন প্রয়োগের নামে নাগরিক স্বাধীনতায় বাধা সৃষ্টি না করার জন্য ফোরাম-এশিয়া বিশ্বের সব সরকারগুলোর কাছে আহ্বান জানিয়েছে। ফোরাম এশিয়ার বিবৃতিতে বলা হয় স্নায়ুযুদ্ধকালীন সময়ে 'কম্যুনিজমের ভয়ে' যুক্তরাষ্ট্র আসিয়ান দেশগুলোতে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও নাগরিক স্বাধীনতা হরণের বহু ঘটনাকে ক্ষমা করে দিয়েছিল। বিবৃতিতে বলা হয়, মার্কিন পররাষ্ট্র দপ্তরের বাৎসরিক মানবাধিকার প্রতিবেদনে অনেকগুলো মনবাধিকার সংগঠনের কাছ থেকে পাওয়া গুম ও রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের বহু ঘটনার বিস্তারিত লিপিবদ্ধ করা হয়েছিল।

ফোরাম-এশিয়ার মহাসচিব সোমচাই হোমলোরের মতে যুক্তরাষ্ট্র আসিয়ান সন্ত্রাসবিরোধী চুক্তির ফলে সহজেই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটতে পারে এব[illegible] দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার দেশগুলো সরকারগুলোর মানবাধিকার লঙ্ঘনের ঘট[illegible] যুক্তরাষ্ট্র হয়তো সহ্য করে যাবে, এমনি 'সন্ত্রাসবিরোধী লড়াইয়ের' নামে দেশ[illegible] হয়তো এগুলোতে সমর্থনও দিতে পারে।

গত বৃহস্পতিবার বন্দর সেরিবেগাওয়া[illegible] আসিয়ানের বার্ষিক আঞ্চলিক নিরাপ[illegible] সম্মেলনে এই চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। এ[illegible] চুক্তির আওতায় আল-কায়েদা নেটওয়ার্কে[illegible] নির্মূল করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও আসিয়[illegible] দেশগুলো নিজেদের মধ্যে গোয়েন্দা তথ্যে[illegible] আদানপ্রদান, পুলিশ বাহিনীতে পারস্পরি[illegible] সহযোগিতা বৃদ্ধি এবং উগ্রবাদীরা ব্যবহ[illegible] করতে পারে এমন পথগুলো বন্ধ ক[illegible] সংক্রান্ত ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়।

জেনিন শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলি হামলার রিপোর্ট

আলোচনা ও খসড়া প্রস্তাব গ্রহণের জন্য কাল সাধারণ পরিষদের বৈঠক বসছে

চার মাস পূর্বে জেনিন শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলি হামলার সময় কি ঘটেছিল সে ব্যাপারে বিতর্কের জন্য জাতিসংঘের সাধারণ পরিষদের বৈঠকের আগে আরব দেশসমূহ শুক্রবার ইসরায়েলের কঠোর সমালোচনা করে একটি খসড়া প্রস্তাব প্রচার করেছে। রয়টার।

চলতি সপ্তাহে জেনিন হত্যাকাণ্ডের বিষয়ে জাতিসংঘের নতুন রিপোর্ট প্রকাশ করা হয়। রিপোর্টে বলা হয়, গত মার্চ মাসের শেষের দিকে পশ্চিমতীরের শরণার্থী শিবিরে ইসরায়েলি বাহিনী যে হামলা চালায় [illegible] গণহত্যার আলামত পাওয়া যায়নি। ফিলিস্তিনিদেরও দোষারোপ করা হয়। এতে বলা হয়, জেনিনে ইসরায়েলি হামলা শুরু হয় ইসরায়েলের ভিতরে ফিলিস্তিনিদের আত্মঘাতী বোমা হামলায় বহু লোক নিহত ও আহত হওয়ার পর।

এ ব্যাপারে আগামীকাল সোমবার জাতিসংঘের ১৮৯ জাতির সাধারণ পরিষদের আলোচনা ও খসড়া প্রস্তাব গ্রহণের জন্য একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। জাতিসংঘের মহাসচিব কফি আনানের আহ্বানে এই রিপোর্ট প্রস্তুত করা হয়।

খসড়া রিপোর্ট তৈরির সঙ্গে জড়িত এক কূটনীতিক বলেন, এটি একটি প্রাথমিক

এতে বলা হয় ইসরায়েলি সৈন্যদের আক্রমণ থেকে ফিলিস্তিনি বেসামরিক লোকদের রক্ষা করতে প্রয়োজনে আন্তর্জাতিক বাহিনীর উপস্থিতি ও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে পদক্ষেপ গ্রহণ করা দরকার। এই রিপোর্টে ফিলিস্তিনি অর্থনীতিতে ইসরায়েলের প্রতিবন্ধকতার সমালোচনা করা হয়।

আরব লীগের কূটনীতিক ইয়াহিয়া মহামাসানি বলেন, জেনিনে ইসরায়েলিরা যা করেছিল আমরা তাকে যুদ্ধ অপরাধ হিসেবে বিবেচনা করি। তিনি জেনিনের রিপোর্ট উপেক্ষা ও আরব ভূখণ্ড থেকে ইসরায়েলি

শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের রাজনীতিকরণ

ক্ষমতাসীনদের দৃষ্টি অত্যন্ত প্রখর। বিগত ৮ মাস দৃষ্টি এড়িয়ে যেতে সক্ষম হলেও এখন আর সম্ভব হচ্ছে না। এই সরকার গঠিত হওয়ার পর থেকে সবকিছু জাতীয়তাবাদী করার যে উদগ্র বাসনা কার্যকর আছে তার ধারাবাহিকতায় নিজস্ব লোক বসানোর প্রচেষ্টা অব্যাহত রয়েছে। এবার রাজধানীর নামকরা কটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের দিকে দৃষ্টি পড়েছে। এর মধ্যে দুটি স্বায়ত্তশাসিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ভিকারুননিসা ও উদয়ন [illegible]

[illegible] বেগম হামিদ আলী ভর্তি পরীক্ষায় সরকারি দলের কর্মকর্তাদের কথামতো কাজ করতে রাজি হননি বা অন্য কোনো কারণে কর্তৃপক্ষের বিরাগভাজন হয়েছেন। সে কারণে তো আর প্রতিষ্ঠানটির ওপর ক্রুদ্ধ হয়ে তার সর্বনাশ সাধন করা যায় না। সরকার তো ইচ্ছা করলে এরকম দশটি প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে পারে। সে ক্ষমতা তো [illegible]